https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – VI | Nov-Dec 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

মহাকাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের দর্পণে নারী: প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষিত ও আধুনিক যুগের তুলনামূলক সমীক্ষা

স্নিগ্ধা চ্যাটার্জি

সারসংক্ষেপ (Abstract)

ভারতীয় সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে নারীর অবস্থান সর্বদা একটি বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা এবং বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে তার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা। গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে বাল্মীকি রামায়ণ, বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, মনুসংহিতা এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোক ও সূত্রাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। মহাকাব্যিক যুগে নারীর অবস্থান ছিল সম্মান ও শৃঙ্খলের এক দ্বান্দ্বিক অবস্থানে (Dichotomy)। দ্রৌপদী বা সীতার মতো নারীচরিত্ররা প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও স্মৃতিশাস্ত্রের (বিশেষত মনুসংহিতা) কঠোর অনুশাসনে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বা 'Agency' বারবার খর্ব করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর 'স্ত্রীধন'-এর অধিকার স্বীকৃত থাকলেও, সামগ্রিকভাবে পতিব্রত্য ও পুরুষের অধীনতাই ছিল নারীর পরম ধর্ম। এর বিপরীতে, বর্তমান যুগে ভারতীয় সংবিধান এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (২০০৫)-এর মতো আইনি কাঠামোর মাধ্যমে নারীর সমঅধিকার, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রটি সিদ্ধান্ত দেয় যে, আধুনিক যুগে নারীর আইনি ক্ষমতায়ন ঘটলেও, মহাকাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের বর্ণিত পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ আজও সমাজের অবচেতনে বিদ্যমান, যা নারীর পূর্ণাঙ্গ মুক্তির পথে অন্তরায়।

মূল শব্দগুচ্ছ (Keywords):: *রামায়ণ, মহাভারত, নারী সশক্তিকরণ, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র, স্ত্রীধন, ভারতীয় সংবিধান, পিতৃতন্ত্র।*

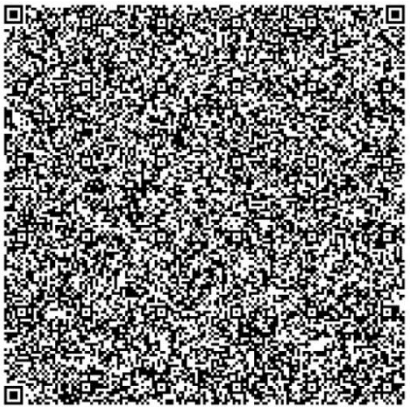

AIJITR - Volume - 2, Issue - VI, Nov-Dec 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা (Introduction) :

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে নারীচরিত্রের অবস্থান সর্বদা এক জটিল ও কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার বিষয়। বৈদিক যুগে (ঋগ্বেদীয় কাল) নারীরা যেখানে বিদুষী, যজ্ঞের অধিকারিণী এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন (যেমন- গার্গী, মৈত্রেয়ী), পরবর্তীকালে মহাকাব্যিক যুগ (রামায়ণ ও মহাভারত) এবং স্মৃতিশাস্ত্রের (মনুসংহিতা) যুগে সেই অবস্থানে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য হলো রামায়ণ ও মহাভারতের নারীদের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা এবং মনুসংহিতা ও অর্থশাস্ত্রের কঠোর অনুশাসনের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।

মহাকাব্য দুটিতে আমরা নারীর এক দ্বান্দ্বিক রূপ (Dual Nature) দেখতে পাই। একদিকে নারীকে 'শক্তি', 'লক্ষ্মী' এবং 'ধর্মের আধার' হিসেবে পূজা করা হয়েছে, অন্যদিকে তাকে পুরুষের অধীন, যুদ্ধজয়ের 'পণ্য' বা 'নিমিত্ত' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রামায়ণে সীতা বা মহাভারতের দ্রৌপদী—উভয়েই মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র, অথচ তাঁদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের 'ধর্ম' ও 'শপথ'-এর আড়ালে।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে নারী যখন শিক্ষা, প্রযুক্তি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় পুরুষের সমকক্ষ, তখন প্রাচীন ভারতের সেই মূল্যবোধগুলো কি আজও আমাদের অবচেতনে কাজ করছে? এই গবেষণাপত্রে প্রাচীন শ্লোক এবং আধুনিক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজা হয়েছে।

রামায়ণ ও মহাভারতে নারীর অবস্থান (Analysis of Epics)

এই অংশে মহাকাব্য থেকে সুনির্দিষ্ট শ্লোক এবং তার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, SACT-1

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.VI.2025.100-105
AIJITR, Volume 2, Issue –VI, November – December, 2025, PP. 100-105
Received on 19th, December 2025 & Accepted on 27th, December, 2025, Published: 30th December, 2025

Volume – 2 | Issue – VI | Nov-Dec 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বাল্মীকি রামায়ণে পতিব্রত্য বনাম নারীর আত্মমর্যাদা

রামায়ণে নারীকে মূলত পতির অনুগামিনী হিসেবে দেখানো হলেও, সীতা বহুবার নিজের ইচ্ছাশক্তি ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছেন। যখন রাম বনবাসে যাচ্ছিলেন, সীতা অযোধ্যায় থাকতে অস্বীকার করেন। তিনি রামকে যে যুক্তি দিয়েছিলেন, তা কেবল প্রেম নয়, বরং সহধর্মিনী হিসেবে তাঁর অধিকারের দাবি ছিল। নারীর সংকল্প ও তেজ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহায়সগতেন বা।
সর্বাবস্থাগতা ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে।।[2]

অর্থাৎ বিলাসবহুল প্রাসাদে বসবাস বা বিমানে আকাশে ভ্রমণের চেয়ে, যে কোনো অবস্থাতেই স্বামীর পদচ্ছায়ায় আশ্রয় নেওয়াই (স্ত্রীর জন্য) শ্রেয়। আপাতদৃষ্টিতে এটি পতিভক্তির শ্লোক মনে হলেও, এর গভীর অর্থ হলো- সীতা রাজপ্রাসাদের সুখ ত্যাগ করে কঠিন বনবাস বেছে নিচ্ছেন। এটি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার (Agency) প্রকাশ। সীতা এখানে রামকে বোঝাচ্ছেন যে, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের সুখ বা স্বর্গের ঐশ্বর্য—কোনোটাই তাঁর কাছে স্বামীর সান্নিধ্যের চেয়ে বড় নয়। বনবাসের দুঃখ তাঁর কাছে প্রাসাদের সুখের চেয়েও শ্রেয় যদি সেখানে রাম পাশে থাকেন। এটি সীতার **প্রেম ও ত্যাগের** চূড়ান্ত নিদর্শন।

মহাভারতে দ্রৌপদীর প্রশ্ন ও নারীর আইনি সত্তা

মহাভারত নারীদের রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের এক উজ্জ্বল দলিল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তিনি যে আইনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। দ্রৌপদীর আইনি চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। সভায় প্রবেশ করে দ্রৌপদী ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের কাছে জানতে চান, যুধিষ্ঠির নিজে দাসে পরিণত হওয়ার পর স্ত্রীকে বাজি রাখার অধিকার রাখেন কি না।

ন ধর্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেকুং শক্লোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ।
অস্বাম্যশক্তঃ পণিতুং পরস্বং স্ত্রিয়াশ্চ ভর্তুর্বশতাং সমীক্ষ্য।।[3]

তখন ভীষ্মের উত্তর শুনতে পাই- হে সুভগে, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। আমি তোমার এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারছি না। কারণ, দাসত্বে আবদ্ধ ব্যক্তি (যুধিষ্ঠির) অপরের অধীন, তাই তিনি অন্য কারো (স্ত্রীর) ওপর অধিকার খাটাতে পারেন কি না, তা জটিল।

দ্রৌপদীর প্রশ্নটি প্রমাণ করে যে, মহাভারতের যুগে নারীরা সম্পত্তির অধিকার এবং জুয়া খেলার বাজি হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে জানতেন। তিনি কেবল কান্না করেননি, সভার 'ধর্ম' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

মনুসংহিতা ও অর্থশাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন

সমাজ পরিচালনার জন্য যে আইন তৈরি হয়েছিল, সেখানে নারীর স্বাধীনতাকে সংকুচিত করা হয়েছিল।

মনুসংহিতায় স্বাধীনতার অস্বীকৃতি

মনুসংহিতায় নারীর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীনস্থ করা হয়েছে। এটি বর্তমান নারীবাদী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাল্যা বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষ্বপি।।[4]

অর্থাৎ বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা- যে বয়সেরই নারী হোন না কেন, এমনকি নিজের গৃহের অভ্যন্তরেও তিনি স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করবেন না। এই শ্লোকটি নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বর্তমানে এই ধারণা অচল, কারণ নারীরা এখন রাষ্ট্র ও পরিবারের প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। মনুসংহিতা কেবল বাইরের জগতেই নয়, **অন্দরমহলে বা গার্হস্থ্য জীবনেও** নারীর স্বাধীনতা হরণ করেছিল। নারীর বয়স যা-ই হোক (শিশু, যুবতী বা বৃদ্ধা), তার 'Agency' বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা চিরকাল পুরুষের অধীন ছিল। এটি আধুনিক যুগের নারীর 'Empowerment' বা 'Home Maker' হিসেবে নারীর যে মর্যাদা, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারপর আবার নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে কে কখন তাকে রক্ষা করবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে-

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।[5]

---

[2] বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড, অধ্যায় ২৭, শ্লোক ৪

[3] মহাভারত, সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৭, শ্লোক ৪০

[4] মনুসংহিতা, অধ্যায় ৫, শ্লোক ১৪৮

[5] মনুসংহিতা, অধ্যায় ৯, শ্লোক ৩

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – VI | Nov-Dec 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অর্থাৎ নারী কখনও স্বাধীনতার যোগ্য নন। জীবনের প্রতি ধাপে তাকে পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হবে। কুমারী বা বাল্যকালে পিতা নারীকে রক্ষা করেন, যৌবনকালে স্বামী রক্ষা করেন এবং বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করেন। নারী কখনও স্বাধীনতার যোগ্য নন বা নারী স্বাধীনভাবে থাকার উপযুক্ত নন। এখানে 'বার্ধক্যে' না বলে 'স্থবিরে' বলা হয়েছে। স্থবির মানে যখন মানুষ আর নড়াচড়া করতে পারে না বা জরাগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ নারী যখন শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখনও তার সুরক্ষার ভার পুরুষের (পুত্রের) ওপর। **আধুনিক তুলনা:** এই শ্লোকটির ঠিক পরেই আপনি ভারতের সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের (ব্যক্তি স্বাধীনতা) কথা উল্লেখ করে দেখাতে পারেন যে, আধুনিক আইন কীভাবে মনুর এই বিধানকে বাতিল করেছে। এই শ্লোকটিকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা যায়: 'সুরক্ষা' (Protection) বনাম 'নিয়ন্ত্রণ' (Control)।

ক. জীবনচক্রের পরাধীনতা (Cycle of Dependency): এই শ্লোকে নারীর জীবনকে তিনটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে- শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। প্রতিটি ধাপেই তার দায়িত্ব একজন পুরুষের হাতে ন্যস্ত।

- **শৈশব:** পিতা হলেন অভিভাবক।
- **যৌবন:** বিবাহের পর মালিকানা বা দায়িত্ব স্বামীর কাছে হস্তান্তরিত হয়।
- **বার্ধক্য:** স্বামীর অবর্তমানে বা বার্ধক্যে পুত্রই হন শেষ আশ্রয়। **তাৎপর্য:** এর মাধ্যমে নারীর নিজস্ব সত্তা বা 'Individual Identity'-কে অস্বীকার করা হয়েছে। নারী এখানে কেবল কারও কন্যা, কারও পত্নী বা কারও জননী- স্বতন্ত্র কোনো মানুষ নন।

খ. 'রক্ষণ' নাকি 'নিয়ন্ত্রণ'? সংস্কৃত শব্দ **'রক্ষতি'**-র অর্থ 'রক্ষা করা'।

- **সমর্থকদের যুক্তি:** প্রাচীনকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং সামাজিক অরাজকতা থেকে নারীকে নিরাপদ রাখার জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। এটি নারীকে অবমাননা নয়, বরং তাকে সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ।
- **সমালোচকদের যুক্তি (নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি):** 'রক্ষা' করার নামে নারীকে গৃহের চারদেয়ালে বন্দী করা হয়েছে। যখনই বলা হয় "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" (নারী স্বাধীনতার যোগ্য নন), তখন আর সুরক্ষার যুক্তি টেকে না। এটি স্পষ্টভাবে নারীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা 'Agency'-কে খর্ব করে। এটি নারীকে শিশুর মতো 'অবুঝ' এবং 'অক্ষম' হিসেবে চিহ্নিত করে।

আধুনিক ও আইনি প্রেক্ষাপটে সংঘাত (Conflict with Modern Law)

সংবিধানের সাথে বিরোধ: ভারতের সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ১৪ (Article 14)** এবং **১৫ (Article 15)** অনুযায়ী নারী ও পুরুষ সমান এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। মনুর এই শ্লোকটি সরাসরি সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আধুনিক নারী রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হতে পারেন, যা প্রমাণ করে যে তিনি "স্বাতন্ত্র্য" বা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ যোগ্য।

অভিভাবকত্ব আইন (Guardianship Law): হিন্দু মাইনরিটি অ্যান্ড গার্জিয়ানশিপ অ্যাক্ট (১৯৫৬)-এ একসময় বলা ছিল, সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক হলেন বাবা এবং বাবার *পরে* মা। এটি মনুসংহিতার প্রভাব ছিল। কিন্তু **গীতা হরিহরণ বনাম রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (১৯৯৯)** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, মা এবং বাবা উভয়েই সমান অভিভাবক হতে পারেন। এটি মনুসংহিতার "পিতা রক্ষতি..." ধারণাকে আইনত বাতিল করে দেয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: বর্তমানে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। যৌবনে স্বামীর উপার্জনের ওপর বা বার্ধক্যে পুত্রের ভাতার ওপর তারা আর নির্ভরশীল নন। পেনশন, সঞ্চয় এবং সম্পত্তির অধিকার (২০০৫ সালের আইন) নারীকে মনুর এই চক্র থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কিছুটা নমনীয়তা ও অধিকার

মনুর তুলনায় কৌটিল্য (চাণক্য) কিছুটা বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি নারীর সম্পত্তির অধিকার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের কথাও বলেছেন।

নারীর সম্পত্তি (স্ত্রীধন) প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে বলছে-

বৃত্তিবন্ধ্যা ধনং স্ত্রীধনম্।[6]

অর্থাৎ ভরণপোষণ এবং অলঙ্কারাদি হলো নারীর নিজস্ব সম্পত্তি (স্ত্রীধন)। কৌটিল্য স্পষ্ট বলেছেন, নারীর স্ত্রীধনের ওপর স্বামীর অধিকার নেই, এবং নারী মারা গেলে তা তার কন্যারা পাবে।

এই সূত্রটি মূলত দুটি শব্দের সমষ্টি: **বৃত্তি** (Vritti) এবং **আবধয় বা বন্ধ্যা** (Abandhya/Badhya)।

- **বৃত্তি (Vritti):** এর অর্থ হলো জীবিকা বা ভরণপোষণ। অর্থাৎ, জমি, নগদ অর্থ বা এমন কোনো সম্পদ যা থেকে নারীর জীবনধারণের জন্য নিয়মিত আয় আসে।
- **বন্ধ্যা/আবধয় (Bandhya/Abadhya):** এর অর্থ হলো যা শরীরে পরিধান করা হয় বা বাঁধা থাকে। এখানে এর অর্থ **'অলঙ্কার' বা গয়না**।
- **স্ত্রীধনম্ (Stridhanam):** নারীর নিজস্ব সম্পত্তি।

[6] অর্থশাস্ত্র, ৩য় অধিকরণ (ধর্মস্থীয়), অধ্যায় ২

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – VI | Nov-Dec 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নারীর ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত সম্পদ (নগদ বা জমি) এবং তার শরীরের অলঙ্কার- এই দুটি হলো নারীর নিজস্ব সম্পত্তি বা স্ত্রীধন। কৌটিল্য এখানে নারীর সম্পত্তির একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন যে, বিয়ের সময় নারী বাবার বাড়ি বা স্বামীর বাড়ি থেকে যা পান, তা কেবল উপহার নয়, বরং তা তার **আইনি সম্পত্তি**।

- **অর্থনৈতিক সুরক্ষা:** কৌটিল্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, স্ত্রীধনের পরিমাণ কমপক্ষে ২০০০ পণ (তৎকালীন মুদ্রা) হতে হবে। এটি প্রমাণ করে যে, নারীদের হাতে যেন পর্যাপ্ত অর্থ থাকে, সে বিষয়ে রাষ্ট্র সচেতন ছিল।
- **স্বামীর অধিকারের সীমাবদ্ধতা:** এই সম্পত্তির ওপর স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার ছিল না। স্বামী কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন- দুর্ভিক্ষ, রোগ, বা ধর্মীয় কার্যের প্রয়োজনে) স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে এই ধন ব্যবহার করতে পারতেন।
- **উত্তরাধিকার:** কৌটিল্য বলেছিলেন, নারীর মৃত্যুর পর এই 'স্ত্রীধন' তার কন্যারা পাবে, স্বামী নয়। এটি মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের একটি বিরল নিদর্শন।

মনুসংহিতার সাথে তুলনা

- **মনুসংহিতায়** মনু বলেছিলেন, স্ত্রী, পুত্র ও দাসের নিজস্ব কোনো ধন নেই; তারা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রভুর (স্বামীর/পিতার)।
- **অর্থশাস্ত্র:** কৌটিল্য এর বিরোধিতা করে নারীদের নির্দিষ্ট সম্পত্তির (স্ত্রীধন) ওপর পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই টাকা তিনি নিজের ইচ্ছায় খরচ করতে পারেন।

বিবাহ মোচন (Moksha/Divorce) প্রসঙ্গে কৌটিল্য লিখেছিলেন, যদি স্বামী দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকে বা সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তবে নারী পুনর্বিবাহ করতে পারেন।

পরস্পর দ্বেষান্মোক্ষঃ।[7]

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ থাকলে (কিছু শর্তসাপেক্ষে) বিবাহ মোচন বা মুক্তি সম্ভব। এটি মনুসংহিতার কঠোরতার বিপরীত।

মনুসংহিতার কঠোরতার বাইরেও কৌটিল্য কতটা প্রগতিশীল ছিলেন।

ক. প্রাচীন ভারতে 'ডিভোর্স'-এর অস্তিত্ব: সাধারণত মনে করা হয়, হিন্দু বিবাহ একটি 'পবিত্র সংস্কার' (Sacrament) এবং এটি জন্মান্তরের বন্ধন, তাই এটি ভাঙা যায় না। মনুসংহিতায় বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো বিধান ছিল না। কিন্তু কৌটিল্য বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি চরম ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে, তবে জোর করে সেই সংসার টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি **'মোক্ষ'** বা মুক্তির বিধান দিয়েছিলেন।

খ. শর্তসাপেক্ষ বিচ্ছেদ: কৌটিল্য এই নিয়মটি সব ধরনের বিবাহের ক্ষেত্রে দেননি।

- প্রথম চার প্রকার বিবাহ (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য - যেগুলো উচ্চবর্গীয় বা ধর্মীয় বিবাহ) সহজে ভাঙা যেত না।
- কিন্তু গন্ধর্ব (প্রেমের বিয়ে), আসুর বা রাক্ষস বিবাহের ক্ষেত্রে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হতো, তবে **'পরস্পর দ্বেষান্মোক্ষঃ'** নীতির ভিত্তিতে তারা আলাদা হতে পারতেন।

গ. নারীর ইচ্ছা ও অধিকার: এই সূত্রে 'পরস্পর' শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, বিচ্ছেদের জন্য দুজনেরই সম্মতি লাগত। তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করত বা স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন না করত, তবে স্ত্রী একতরফাভাবেও বিচ্ছেদ চাইতে পারতেন- কৌটিল্য সেই পথও খোলা রেখেছিলেন।

৪. বর্তমান যুগের সাথে তুলনা

- **প্রাচীন যুগ (অর্থশাস্ত্র):** কৌটিল্য বলেছিলেন, "পরস্পর দ্বেষান্মোক্ষঃ"। অর্থাৎ ঘৃণার কারণে পারস্পরিক সম্মতিতে মুক্তি।
- **আধুনিক যুগ (Hindu Marriage Act, 1955):** বর্তমান ভারতের হিন্দু বিবাহ আইনের **১৩-বি ধারা (Section 13B)** অনুযায়ী **'Mutual Consent Divorce'** বা পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে।

কৌটিল্যের এই চিন্তাধারা প্রমাণ করে যে, আজ থেকে ২৩০০ বছর আগেও ভারতে নারীর অসুখী দাম্পত্য জীবন থেকে বেরিয়ে আসার আইনি পথ খোলা ছিল, যা আধুনিক আইনের মতোই যুক্তিযুক্ত।

আধুনিক যুগের সাথে বিস্তৃত তুলনা (Comparative Analysis)

এখন আমরা প্রাচীন সূত্রগুলোর সাথে বর্তমান বাস্তবতার তুলনা করব।

[7] অর্থশাস্ত্র ৩/৩/১৬

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – VI | Nov-Dec 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

তুলনার ক্ষেত্র	মহাকাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ (প্রাচীন)	বর্তমান যুগ (আধুনিক ভারত ও বিশ্ব)
স্বাধীন সত্তা (Identity)	নারীর পরিচয় ছিল—কারও কন্যা, কারও স্ত্রী বা কারও মা। (রেফারেন্স: মনু ৯.৩)	নারীর নিজস্ব পরিচয় আছে। আধার কার্ড বা পাসপোর্টে স্বামীর নাম বাধ্যতামূলক নয়। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'Right to Life and Personal Liberty' আছে।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ	মনুসংহিতা (৫.১৪৮) অনুযায়ী, ঘরের কাজেও নারীর স্বাধীনতা ছিল না।	বর্তমানে নারীরা পরিবারের প্রধান, সিইও (CEO) বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।
সম্পত্তির অধিকার	কেবল 'স্ত্রীধন' (অলঙ্কার ও উপহার)-এর ওপর অধিকার ছিল। ভূমির ওপর অধিকার ছিল না।	**Hindu Succession Act, 1956** (২০০৫ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা ও পুত্রের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
বিবাহ ও বিচ্ছেদ	বিবাহ ছিল জন্মান্তরের বন্ধন। পুরুষের বহুবিবাহ বৈধ ছিল, কিন্তু নারীর জন্য তা নিষিদ্ধ ছিল।	**Hindu Marriage Act, 1955** অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce) বৈধ। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই একবিবাহ (Monogamy) বাধ্যতামূলক।
প্রতিবাদ ও বিচার	দ্রৌপদী প্রশ্ন করেও বিচার পাননি, তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছিল।	বর্তমানে **Vishaka Guidelines** এবং **POSH Act (2013)** কর্মক্ষেত্রে নারীর সম্মানের আইনি সুরক্ষা দেয়।

উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায়, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে নারীর অবস্থান ছিল সম্মান ও শৃঙ্খলের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। দ্রৌপদী বা সীতার মতো নারীরা ছিলেন তেজস্বিনী, কিন্তু তৎকালীন সমাজব্যবস্থা (মনুসংহিতার অনুশাসন) তাঁদের সেই তেজকে 'ধর্মের' ফ্রেমে বন্দী করে রেখেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নারীর কিছু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ইঙ্গিত থাকলেও তা ছিল সীমিত।

মনুসংহিতায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মেরুদণ্ড ছিল। এটি নারীকে আজীবন এক 'সুরক্ষিত কারাগারে' রাখার বিধান দিয়েছিল। যদিও এর উদ্দেশ্য হয়তো তৎকালীন সমাজে নারীর শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল, কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নারীর মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে রুদ্ধ করেছে। বর্তমান যুগে নারী যখন মহাকাশ গবেষণা থেকে দেশ পরিচালনা- সব ক্ষেত্রেই সফল, তখন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' বাক্যটি কেবল অপ্রাসঙ্গিকই নয়, বরং নারীর মর্যাদার জন্য অপমানজনক। আধুনিক সমাজ তাই 'রক্ষণ'-এর পরিবর্তে 'ক্ষমতায়ন' (Empowerment)-এর নীতিতে বিশ্বাসী।

বর্তমান যুগে, বিশেষ করে ভারতীয় সংবিধান এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে নারী সেই শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। যদিও মনুসংহিতার বর্ণিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা আজও সমাজের একাংশে বিদ্যমান, তবুও আজকের নারী আর 'রক্ষিতা' নয়, বরং 'স্বাবলম্বী'। দ্রৌপদী আজ আর অসহায় নন, তিনি আজ সংবিধানের বলে বলীয়ান। তাই প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ আমাদের শেখায়- অতীতের ভুলগুলো শুধরে কীভাবে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন করা যায়।

প্রাচীন ভারতে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না বলে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র তা খণ্ডন করে। অর্থশাস্ত্রের ৩য় অধিকরণের ৩য় অধ্যায়ে কৌটিল্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন-**'পরস্পর দ্বেষান্মোক্ষঃ'**। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হলে বিবাহ বিচ্ছেদ বা মোক্ষ সম্ভব। এটি আধুনিক হিন্দু বিবাহ আইনের (১৯৫৫) 'মিউচুয়াল কনসেন্ট ডিভোর্স'-এর একটি প্রাচীন রূপ। যেখানে মনুসংহিতা বিবাহকে অবিচ্ছেদ্য বলেছিল, সেখানে কৌটিল্য নারীর মানসিক শান্তি ও বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়ে এই যুগান্তকারী বিধান দিয়েছিলেন।

Works Cited (গ্রন্থপঞ্জী)

- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *মহাভারতের প্রতিনায়কা* আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২।
- বসু, রাজশেখর (অনুবাদক)। *বাল্মীকি রামায়ণ* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স।
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য* আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *মহাভারতের ছয় নারীর প্রেম* আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
- কার্ভে, ইরাবতী। *যুগান্ত* অরুন্ধতী রায় অনূদিত, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬।
- বসু, রাজশেখর, অনুবাদক। *বাল্মীকি রামায়ণ* (সারানুবাদ)। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৯৮০।

Volume – 2 | Issue – VI | Nov-Dec 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

- **Altekar, Anant Sadashiv.** *The Position of Women in Hindu Civilization: From Prehistoric Times to the Present Day*. Motilal Banarsidass Publishers, 1959.
- **Chakravarti, Uma.** *Gendering Caste: Through a Feminist Lens*. Stree, 2003.
- **Kangle, R.P., translator.** *The Kautiliya Arthashastra*. Vol. 2, Motilal Banarsidass, 1972.
- ***The Mahābhārata for the First Time Critically Edited***. Edited by V.S. Sukthankar et al., Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933-1966.
- **Shastri, J.L., editor.** *Manusmṛti with the Sanskrit Commentary Manvartha-Muktāvalī of Kullūka Bhaṭṭa*. Motilal Banarsidass, 1983.
- ***Srimad Valmiki Ramayana***. Gita Press, 2004.

অতিরিক্ত আইনি উৎস (Legal Sources)

- **The Constitution of India.** Government of India, Ministry of Law and Justice, 1950.
- **The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005.** *The Gazette of India*, No. 39, 2005.

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431